R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা; কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোননং—৪

৬৩শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
৩০শে মার্চ, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

সুতোর মূল্যবৃদ্ধিতে ৩ হাজার তাঁতি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত

বিশেষ প্রতিনিধি : রঘুনাথগঞ্জ থানার গোফুরপুর মাঠ, জয়রামপুর-মণ্ডলপাড়া, গোফুরপুর বরজ, জিদ্দিপাড়া, মহম্মদপুর, রহমানপুর প্রভৃতি এলাকার তিন হাজারেরও বেশী তাঁতি পরিবার মার খাচ্ছেন। কারণ, সুতোর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। দাম বেড়েছে প্রায় দশ মাস আগে, এখনও কমার কোন লক্ষণ নাই। দাম কি হারে বেড়েছে তার উদাহরণ দিতে গিয়ে কয়েকজন তাঁতি জানালেন, এক বছর আগে ২০নং সুতো ছিল বাণ্ডিল প্রতি ৪৮/৫০ টাকা; এখন ৮২ টাকা। ২২, ২৬, ৩০, ৩২, ৪০ প্রভৃতি নম্বরের সুতোর দামও বেড়েছে সমহারে। এই মূল্যবৃদ্ধি রঘুনাথগঞ্জ থানার উল্লিখিত এলাকাসমূহের তিন হাজার তাঁতি পরিবারকেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত করে থেমে থাকেনি, আঘাত হেনেছে সমগ্র জঙ্গিপুর মহকুমার তাঁতশিল্পে নিয়োজিত অর্থনীতিতে।

সুতোর দাম যে হারে বেড়েছে সেই তুলনায় কাপড়ের দাম বাড়েনি। বিক্রী হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তাঁতিদের মজুরি হচ্ছে না। সুতোর বাড়তি দাম তাঁতিরা মিটিয়ে নিচ্ছেন নিজেদের মজুরি থেকে। যেমন, এক বছর আগে ৯ টাকায় একটি মশারী বেচে তাঁতিরা মজুরি পেয়েছেন ৪ টাকা থেকে ৫ টাকা। এবার সেই একই মশারী ১২ টাকায় বেচে মজুরি পাচ্ছেন মাত্র দেড় থেকে পৌনে দু'টাকা। এভাবে তাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিজেদের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েও বাঁচিয়ে রেখেছেন মহকুমার তাঁতশিল্পকে, বাঁচিয়ে রেখেছেন নিজেদের। সরকারী পর্যায়ে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্বাস্থ্য বিভাগের ঔদাসীন্যে শতাধিক মহিলা প্রার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'অকজিলারী নার্স-কাম-মিডওয়াইফ' ট্রেনিং-এর পদের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর বেশ কয়েক মাস আগে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন এবং বেশ কয়েকশো মহিলা প্রার্থী এই পদের জন্য আবেদন জানান। যথারীতি প্রত্যেক প্রার্থীকে লিখিত এবং উত্তীর্ণদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য বহরমপুরে ডেকে পাঠান হয়, সে আজ কয়েক মাস আগের কথা। এবং বাছাই কোরে শতাধিক মহিলা প্রার্থীকে ট্রেনিং-এর জন্য মনোনীত করা হয় বলে জানা যায়। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় আজ পর্যন্ত সেই প্যানেল কার্যাকর করা হয়নি এবং শোনা যাচ্ছে কোন কোন ব্যক্তি নিজস্ব প্রার্থীদের ঢোকানোর উদ্দেশ্যে ঐ প্যানেল বাতিল করার জন্য নাকি চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই পদের জন্য প্রার্থী কয়েকজন মহিলা এ ব্যাপারে বিভাগীয় দপ্তরের বিরুদ্ধে ঔদাসীন্যের অভিযোগও এনেছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

পরাজিত সেনারা এবার ভোল পাল্টাচ্ছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সারা দেশের মত এই জেলাতেও কংগ্রেসের শোচনীয় বিপর্যয়ে আতঙ্কিত স্থানীয় কয়েকজন কংগ্রেসী নেতা অবশেষে অন্য দলে ভিড় জমাতে চলেছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কলকাতায় সেই সমস্ত দলের প্রাদেশিক নেতাদের সঙ্গে পিরিত জমাতেও শুরু করেছেন। জঙ্গিপুরে হক সাহেবের পরাজয় তাঁদের ভাবিয়ে তুলেছে। যাঁরা তাঁকে জেতাতে জান-প্রাণ কবুল করেছিলেন, তাঁরা এখানকার বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের কাছে চূড়ান্তভাবে মার খেয়েছেন। জেলার পদাধিকারী জনৈক কংগ্রেস নেতা কলকাতায় বিজয় সিং নাহারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হোয়ে ফিরে এসেছেন। জনকয় যুব-ছাত্র নেতাও সি এফ ডি-র ছাত্র-যুব শাখায় যোগ দিতে প্রদেশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। তাঁরা এ ব্যাপারে নিজের দলের প্রাদেশিক

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চুরি

সাগরদীঘি, ২৯ মারচ—বন্মেশ্বর উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দরজা ভেঙে কে বা কারা ভেতরে ঢুকে জানালা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে বলে গ্রামবাসী সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি সম্প্রতি তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ডাক্তার, নারস্ বা কোন্ কর্মচারী না আসায় এবং চালু না হওয়ায় অবহেলায় অযত্নে এর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। হালে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে বলেও খবর পাওয়া যাচ্ছে। গ্রামবাসীরা এখানে অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপ এবং চুরির উপদ্রব বন্ধের জন্য অনতিবিলম্বে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালুর জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে অনুরোধ জানাচ্ছেন।

হিন্দুধর্ম্ম সংস্কৃতি সম্মেলন

অরঙ্গাবাদ, ২৯ মারচ—ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত অরঙ্গাবাদ হিন্দু মিলন মন্দির আয়োজিত শ্রীশ্রীবাসন্তীপূজা মহাসমারোহে এবং প্রাণবন্তভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের বিশেষ প্রতিবেদক জানাচ্ছেন, প্রতিদিন প্রত্যুষে চণ্ডীপাঠ হচ্ছে। প্রাভাতিক স্নিগ্ধতায় অপূর্ব শিহরণ। ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় আদিবাসী সম্মেলন হয়। অগণিত আদিবাসী উৎসবে মেতে ওঠেন। তাঁদের বস্ত্র বিতরণ করা হয় এবং সকলকে খাওয়ান হয়। সপ্তমী পূজার দিন সন্ধ্যায় ভারত সেবাশ্রম সংঘের সহ-সভাপতি স্বামী যোগানন্দজী, শক্তি-রহস্য ব্যাখ্যা করেন। মহাষ্টমীর দিন সন্ধ্যায় শ্রীহরিপদ ভারতী, স্বামী যোগানন্দজী ও স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে মূল্যবান ভাষণ দেন। দুর্গাপূজার তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বলা হয়, এর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ছাড়াও এই মহাশক্তি-পূজা সংঘশক্তির অপূর্ব দ্যোতক। স্বামী যোগানন্দজী প্রাচীনতম এই হিন্দুধর্মের উন্নতিকল্পে জাতের সংকীর্ণতা দূর করে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুকে সেবাব্রতী, সংযমী এবং সংঘমুখী হয়ে এই ধর্মকে শক্তিশালী করবার আহ্বান জানান। এই দিন রাত্রে শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। মহানবমীর দিন মহামিলনের এবং বিরাট সেবা-কার্যের এক অপূর্ব্ব ও মহনীয় দৃশ্য

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই চৈত্র বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

স্বাগতম মোরারজী

১৯৭৭ সালের ঐতিহাসিক লোকসভার নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা পারটি কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হইয়াছেন জনতা পারটির নেতা মোরারজী ভাই দেশাই। আট বৎসর পূর্বে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা হইতে বিতাড়িত মোরারজী ভাই আজ দেশের সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত। আমরা স্বাগতম জানাই তাঁহাকে।

কেন্দ্রে জনতা পারটি কর্তৃক সরকার গঠনের ফলে ইতিহাসে এক নব অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কেন্দ্রে কংগ্রেস দলের সরকার অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশেষ করিয়া নেহরু পরিবার। আজ এই পরিবার ক্ষমতাচ্যুত। ত্রিশ বৎসর পর কেন্দ্রে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হইয়াছে জনতা পারটি কর্তৃক। ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ। তিনিই নানা দল এবং মতকে একত্রিত করিয়া স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে প্রেরণা দিয়াছিলেন। ব্যক্তিপূজার উর্দ্ধে থাকিয়া তিনি গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ভারতবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন এবং সক্রিয়ভাবে নিজেকে সেই কাজে বৃত্ত করিয়াছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন অন্যের উপর বরাত দিয়া নিজে নিষ্ক্রিয় থাকিলে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা যায় না। ভারতবাসী তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া 'নিঃশব্দ বিপ্লব' এর মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

মন্ত্রিসভা গঠনের প্রথম চার দিন বাবু জগজীবন রাম, রাজনারায়ণ, হেমবতী নন্দন বহুগুণা, জরজ ফারনানডেজ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মন্ত্রীসভায় যোগদানের অনিচ্ছাকে কেন্দ্র করিয়া কিছুটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হইয়া গিয়াছিল ওই কয়টি দিনে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটাইয়া বাবুজীসহ উল্লিখিত সকলেই মন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষেত্রেও জয়প্রকাশ নারায়ণের অবদান অনস্বীকার্য। কারণ বাবুজী নিজেই বলিয়াছেন যে, নব ভারতের স্রষ্টা জয়প্রকাশ নারায়ণের বাসনা তাঁহার নিকট নির্দেশেরই নামান্তর। এই সিদ্ধান্তের ফলে তাঁহারা দেশবাসীর নিকট ধন্যবাদার্হ। ধন্যবাদার্হ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বি-ডি জাত্তিও। কারণ সংসদের যুক্ত অধিবেশনে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, মৌলিক স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকারে এখনও যে সমস্ত বাধা রহিয়াছে তাহা দূর করা হইবে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

কেবল স্বাগতম ও ধন্যবাদজ্ঞাপনই এই প্রবন্ধের উপসংহার নহে। শাসক দলকে যেমন একদিকে নাগরিক সাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে মর্যাদা দিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনই প্রতিটি গণতন্ত্রী নাগরিককে গণতান্ত্রিক আদর্শ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। সর্বোপরি দৃষ্টি দিতে হইবে জাতীয় চরিত্র গঠনের দিকে। যাহার অভাব এতদিন হইতে অনুভূত হইয়াছে। ভারতের মানুষ আজ যে সচেতনতা লাভ করিয়াছে, তাহার মূল্য অসীম এবং সর্বক্ষেত্রেই এই সম্পদ তাহারা আর হারাইতে রাজী নহে। সুন্দর ভারত গঠনে সকলকে একযোগে নামিতে হইবে।

কুশাঙ্কুরের কালি-কলম

বাক্‌বন্দী ছিলাম আমি, ছিলেন আপনিও এবং ছিল জনতা। অধিকার ছিল না মনের কথা বলার। বলতে হয়েছিল মাপের কথা। মাপের কথায় মন ভরে না, সত্যাসত্য নিরূপণ হয় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাধ মনের দর্পণ সংবাদপত্র, গণমানসের কল্লোলিত প্রতিধ্বনি। হৃদয়ের উৎসমুখ হতে যে কথা আসে তাকে বন্দী করে রাখা যায় না, রাখা গেলেও ফল ভাল হয় না। কথায় আর কথোপকথনে, আলাপে আর আলোচনায়—মনের কথা প্রকাশ হয়। তাকে রোধ করা চলে না। জন আর জনতার মনের কথার লিপিমালাই তো সংবাদপত্র। সেই লিপিমালা এ'দিন ছিল আইনের শৃঙ্খলে বাঁধা, অনুশাসনের নিগড়ে বদ্ধ। যে অবস্থায় হোক না—বাক স্বাধীনতাকে খর্ব করা যুক্তিযুক্ত নয়। মানুষকে জানতে গেলে, হৃদয় দুর্গের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন মনকে জানতে হলে বাক্‌কে মুক্ত রাখতে হয়। গণ নিয়ে যেখানে গণতন্ত্র সেই তন্ত্রের ভালোমন্দের শরিক যেখানে সর্বশ্রেণীর জনগণ, তাদের মনের কথা শোনা ও জানার প্রয়োজনকে অস্বীকার করার উপায় নাই। শুভরাষ্ট্রের মুখ দিয়ে একদিন রবীন্দ্রনাথ সেই কথার সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—"নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন/নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে/গভীর জটিল মূল সুদূর প্রসারে,/নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল।/রসনায় নৃত্য করি চপল চঞ্চল/নিন্দা শ্রান্ত হয়ে পড়ে, দিয়ো না তাহারে/নিঃশব্দে আপন শক্তি বৃদ্ধি করিবারে/গোপন হৃদয় দুর্গে।" সমালোচনা সেই নিন্দার কথান্তর। বাক্‌বন্দী মানুষ অব্যক্ত বেদনা নিয়ে কাটিয়েছে দীর্ঘ কয়েক মাস। প্রতিবাদের পথ যেখানে রুদ্ধ হয়, সংশোধনের পথ সেখানে বন্ধ হয়ে যায়। বাক্‌বন্দী জনতার রায় ব্যালটের ভাষায় প্রমাণ করে দিল আর একবার সেই সত্যকে।

ভোটামৃত

[১৬ মারচ সংখ্যার শেষাংশ]

(কুছ্ পরোয়া নেহি, এবার 'হুইপ্'
বেড়ে করবে 'হুইপ' কুছ্ পরোয়া নেহি)
'গ্যালপে' চলেছি দাদা,
করিব 'উইন' রে!—
দোহাই ভোটার যেন
করোনা 'রুইন' রে।
(মরে যে যাব, সেবারের আধ মরা, এবার
পুরো দস্তর মরে যে যাব)
ধন যাবে, মান যাবে,
যাবে দুই 'সাইড'।
একেই নাম তো আত্মহত্যা
'হাট্ ইজ্ সুই সাইড'।
(প্রেতযোনি যে হবো, 'সুইসাইডে'
মরিলেই প্রেতযোনি যে হবো)
প্রেতযোনি হবো ম'রে
শুন্‌হ ভোটাররে।—
ভোট যে না দিবে তার
মট্‌কাবো ঘাড়রে।
(মেরে দেবো, প্রেত হ'য়ে তারে
মেরে দেবো,
আমায় মার্‌লে মেরে দেবো, যদি আশা
থাকে, এই প্রেতের হাতে বাঁচতে যদি
আশা
থাকে, ভাবী প্রেত-অভিপ্রেত পুরাও,
বাঁচার যদি আশা থাকে)
যে জন সুজন ভোট
দিবে মোর জন্যে।
অর্দ্ধেক রাজত্ব দিব
দিব রাজকন্যে।
(দেখে নিও, আমার কথার খেলাপ
হবে না দেখে নিও।
আগে চাড়া দিয়ে মোরে খাড়া ক'রে
পরে দেখে নিও)
ভোটানন্দ হাসে বলে—
কি মজার এ খেল্‌রে।
গাছেতে রয়েছে কাঁটাল,
গোঁফে দাও তেল রে।
(এমন ফল তো আর পাবে না,
কাঁটালের মত আর পাবে না,
পরের মাথায় ভাঙতে গেলে এমন ফল
তো আর পাবে না)
গাছেতে রয়েছে কাঁটাল
গোঁফে দাও তেল রে।
(ফল হবেই হবে। একটা ফল তো
হবেই হবে। মস্ত ফল নয় 'ডাউন ফল'
(down fall) একটা ফল তো হবেই
হবে)
গাছেতে রয়েছে কাঁটাল
গোঁফে দাও তেল রে।

রচনা: শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ট্রানজিট কলোনীতে চুরি

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯ মারচ—শহরের ব্যারেজ ট্রানজিট কলোনীতে গত রাত্রে গঙ্গা ভাঙ্গন বিভাগের ডিভিসন্যাল এ্যাকাউনটেন্ট-এর বাসা থেকে প্রায় ২৫ হাজার টাকা মূল্যের জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড় এবং সোনার গহনা চুরি যায়। রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ এ ব্যাপারে জড়িত সন্দেহে বিভাগীয় মাষ্টার রোলের একজন নাইট গারডকে গ্রেপ্তার করেছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরো একজনকে আটক করেছে।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০ মারচ—স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ উৎসব উদ্‌যাপন কমিটি গত ১২ মারচ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল আজ ঘোষণা করেছেন। সর্বসাধারণ বিভাগে বিনতাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম, সুবোধ কুমার মুখারজি ২য়, কুণালকান্ত দে ৩য়; কলেজ ছাত্রছাত্রীদের বিভাগে সুবোধকুমার মুখারজি ১ম, অমিত রায় ২য়, অলককুমার ঘোষাল ৩য় এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিভাগে চন্দন মুখারজি ১ম, অনুপা রায় ২য় ও উদয়ভানু রায় ৩য় স্থান অধিকার করেছেন।

যাদেরে করেছো অপমান

আবদুর রাকিব

কেউ বলছেন ধস, কেউ বলছেন ভূমিকম্প,—ত্রিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনের এই অবসানকে কতজনে কত কি বলছেন ; রাজনীতির পরিভাষা থেকে আঞ্চলিক উপভাষা পর্যন্ত, কালো আকাশের গায়ে বিদ্যুল্লেখার মতো তা ঝলকে চমকে বেড়াচ্ছে তাকে কোনো শব্দে আর সীমায়িত করা যাচ্ছে না। কিন্তু প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, মানসিক বা যে কোনো বিপর্যয়ের পরে একটা স্থিতাবস্থা আসে। তখন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, অবসন্ন মন অবশেষে নানাবিধ কারণ-উপকরণের জঞ্জাল হাতড়ে একটি সরল সত্যের সূত্র খুঁজতে চায়। নানা মুনির নানা মতের মধ্যে কোথায় যেন একটা অবিকৃত সত্য আছে, তা অনুদ্ঘাটিত হওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ বুঝি এখনও এসে পৌঁছায়নি। অথবা, পৌঁচেছে, আমরা তাকে বুঝতে পারছিনে।

কি করে বুঝবো? আসলে সমগ্র ব্যাপারটিই যে প্রতীকী। ব্যালট পেপারের প্রতীক-চিহ্নে যে ছাপটি পড়েছে, সেটিতো আর রবারের নয়, মনের—তার হদিস পাওয়া খুব একটা সহজ নয়। অথচ তাকে সহজ করে নেওয়া হচ্ছে—কেন না ব্যক্তি-এককের মনের ওপর প্রভুত্ব করছে কয়েকটি রাজনৈতিক দল, দলের কর্মী অথবা সমর্থক, অথবা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম। এই প্রভুত্বের ঐন্দ্রজালিক একটা প্রভাব আছে যা আশ্চর্যভাবে অজ্ঞাতসারে বিবেকের ছোঁয়ায় নিজস্ব হয়ে ওঠে। তখন তা ব্যক্তির চৌহদ্দী পেরিয়ে রাষ্ট্রিক চত্বরে চলে যায়। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার একটা প্রশাসনিক তাৎপর্য আছে, কিন্তু নিরঙ্কুশ ব্যক্তি-মনের গণতান্ত্রিক গুরুত্ব নেই। অথচ যাকে গণতান্ত্রিক অধিকার বা স্বাধীনতা বলছি তা কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নয়, মানুষের মৌলিক একটি সত্তা।

প্রশাসন সেই মৌলিক সত্তার মূল্য দিতে পারে না, কিন্তু তাকে অপমানও করবেনা, এমন একটি অলিখিত চুক্তি তার বিভিন্ন কল্যাণমুখী কর্ম-প্রকল্পের মধ্যে থেকে যায়। শ্রীমতী গান্ধীর প্রশাসনের প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে যেটি আভাসিত হয়ে উঠেছিল, শেষ পর্যন্ত সেটি কোনো মূল্যবোধে চিহ্নিত হতে পারলো না। পরপর কয়েকটি অভাবনীয় সাফল্যের ইতিহাস রচনা করে তিনি ইতিহাসকেই ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন, সাফল্যের সরকারী খতিয়ানের বাইরেও মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনার একটা স্তর আছে—যা মহাসাধক মহাদেবের রুদ্র-চেতনারই সামিল। জনগণের দেওয়া ক্ষমতার একদিন হিসেব-নিকেশ দিতে হবে, একথা তাঁর কোনোদিন মনে হয়নি। এই মহাপতনের মূল কারণ সেখানেই রয়ে গেল

কিন্তু, ব্যক্তি-এককের যে মৌলিক সত্তার কথা বলেছি, তা কি সার্বিকভাবে ঘা খেয়েছিল? ষাট কোটি মানুষ অপমানের জ্বালা বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন? অবশ্যই তা নয়, প্রশাসনের একটা পজিটিভ দিক ছিল, কিন্তু চিন্তায় কিংবা কর্মে তাও ছিল বিচ্ছিন্ন; আর নেগেটিভটা ছিল শতধা-দীর্ণ। সেজন্যে, সমাজের এক একটা সেক্টরের অপমান এক একটা মানুষের নিজস্ব, রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা হতে পেরেছিল। তাই একজন সাংবাদিক কিংবা সাহিত্যিক যখন শুধু মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারের অপরাধে অবরুদ্ধ হলেন, তখন সেটি সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সেই সঙ্গে বুদ্ধিজীবিদের আঘাত করলো। তাঁরা অপমানিত হলেন। আদালত ও আইন নিয়ে যাঁরা আছেন, তাঁরাও আহত হলেন একই নিয়মে। অর্থাৎ এই সমস্ত সেকটরের যোগফলটা কংগ্রেসী প্রশাসন ও সংগঠনের যোগফলকে ছাড়িয়ে গেল। যাঁরা এই পতন ঘটালেন তাঁরা সবাই এমন কোনো নরকে ছিলেন না, অথবা এই পতনের বিনিময়ে কোনো স্বর্গও তাঁরা চান না। তাঁরা জানেন, স্বর্গরাজ্য বলে একটা রাজ্য আছে—কিন্তু একমাত্র মহাপুরুষেরাই তার দর্শন পান—দর্শনশাস্ত্রের পাতায়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যালটপত্রে ছাপ দিয়ে জনগণ শুধু এই কথাই বলে দিলে : তোমরা আর যাই করো, আমাদের অপমান করো না।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১.৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

এমারজেন্সির আঁস্তাকুড় থেকে—১

সত্যনারায়ণ ভকত

বহু বিতর্কিত লোকসভার ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত। সমাপ্ত ফলাফল ঘোষণাও। জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে এই নির্বাচনে কে জিতলেন বা কে হারলেন তার আলোচনা এই নিবন্ধের মুখ্য বিষয় নয়। কারণ জনতা ঝড়ের তোড়ে অত্যাচারী কংগ্রেসী জমানা আজ পর্যুদস্ত এবং ক্ষমতাচ্যুত। জরুরীকালীন বিগত কুড়ি মাস কুড়ি দিনের কুফল হাতে হাতে ফলেছে। এ যেন বিশের বিষ ; অমৃত সুধা পান করে 'জনগণমন অধিনায়ক' গণদেবতা আজ পরিতৃপ্ত। তাই বিরাট পরিবর্তনের জন্য প্রথমেই অভিনন্দন জানাই ভারতের গণতন্ত্রপ্রিয় আপামর জনসাধারণকে ; প্রণাম জানাই সেই গণদেবতাকে, যে গণদেবতা দুঃশাসনের বিলোপ ঘটিয়ে স্বাধীন ভারতের ৬০ কোটি মানুষের 'ভয়শূন্য চিত্তে' মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে ; যে গণদেবতা প্রতিটি ভারতবাসীকে 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ বলার, সংবিধানগত বাক্ স্বাধীনতাটুকু ফিরিয়ে দিয়েছে। কেন না ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন জরুরী অবস্থার নামে আমাদের যে স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল ১৯৭৭ সালের ১৬ মারচ ঐতিহাসিক লোকসভার নির্বাচনে ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে সেই হৃত স্বাধীনতা আমরা ফিরে পেয়েছি।

নির্বাচনে জনতা দলের ইস্যু ছিল স্বৈরতন্ত্রের অবসান এবং গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। জনসাধারণ 'জনতা'কে সেই সুযোগ করে দিয়েছে। জনতার রায়ে 'জনতা' সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন, কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছেন মোরারজী ভাই-এর নেতৃত্বে। নির্বাচনে জনতা প্রার্থীদের কাছে ধরাশায়ী হয়েছেন একে একে বহু রথী-মহারথী। উত্তর ভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিরাট ধস নেমেছে। এ কথা নতুন করে বলার দরকার নাই যে রায়বেরিলি কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী নিজে পরাজিত হয়েছেন রাজনারায়ণের কাছে। তবে একথা বলার প্রয়োজন আছে যে, 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য' প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীর পরাজয়ে 'ইন্দিরা ইজ ইণ্ডিয়া'—কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়ার এই উক্তি ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। আমেথি কেন্দ্রে ইন্দিরা-তনয় সঞ্জয় গান্ধীর পরাজয় প্রমাণ করেছে তিনি সত্যই 'একজন তুচ্ছ ব্যক্তি'। তিনি আর পাঁচজনের মতই সাধারণ একজন ভারতীয় নাগরিক, অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ নন। মায়ের মায়ার ছায়ায় জরুরী অবস্থার আঁস্তাকুড়ে জন্ম হয়েছিল তথাকথিত 'সর্বভারতীয় যুবনেতা' সঞ্জয় গান্ধীর। নির্বাচন প্রমাণ করল তার ভিত কত দুর্বল। স্থানীয়ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় পদ্মার বিধ্বংসী ভাঙনে সুন্দর শহরটি যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সঞ্জয় বে-আইনীভাবে সরকারী প্রশাসনকে যেভাবে ব্যবহার করেছিলেন 'জায়ান্ট কিলার' রাজনারায়ণ তার সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়েছেন। দিল্লীর রামলীলা ময়দানে ২৪ মারচ অনুষ্ঠিত জনসভায় রাজনারায়ণ বলেছেন, 'সঞ্জয়নে তহশীলদার বন গয়ে থে, মুখ্যমন্ত্রীয়োঁনে চাপরাশী।' আমেথি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে সেই সঞ্জয়কে, রায়বেরিলি তাঁর মা ইন্দিরাজীকে।

মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বরণ করেছে এই পরিবর্তনকে। ফলাফল দেখে বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষ সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছে : 'প্রেস সেনসরই ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর দলের ভয়াবহ এই পরিণতির কারণ।' নির্বাচনের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক তার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কিং কং সার্কাস

—দুর্মুখ

কিং কং সার্কাস কা খেলা দেখো
ট্রাপিজ কা খেল আচ্ছা।
এক সাইড পর ঝুল রহে মা
এক সাইড পর বাচ্ছা॥
নীচ মেঁ বৈঠ কর জোকার কহে
সব হি হ্যায় উয়ে মাদার।
উহি লিডার হ্যায় সার্কাস পার্টি কো
নেহি তো সব হোগা মার্ডার॥
লেকিন্ এ্যায়সি হ্যায় নসীব কা খেল
ক্যা কিয়া ভগওয়ান।
রশি টুট গ্যায়ে মা আর বাচ্ছা
দোনো হুয়ে চিৎপটাং॥
গণেশ উলট গ্যায়ে কোম্পানী খতম
নিলাম হোগা সামান।
আ জা ভাইয়োঁ আ জা বহিনোঁ
ডাক কর লে ইয়ে নিলাম॥

কৃষি সংবাদ ঃ

গ্রীষ্মের ফসল মুগ

শিপ্রা ভট্টাচার্য ঃ গ্রীষ্মের ফসল মুগ বোনার সময় এখন। সময়মত ফসল বুনে ও ঠিকমত তার পরিচর্য্যা করলে, অল্প দিনেই চাষীর আয়ের অংক বেড়ে উঠা অসম্ভব নয় কারণ পুসা বৈশাখী, পি-এস ৭, পি-এস ১০, পি-এস ১৬ এবং টি ৪৪ প্রভৃতি নতুন জাতের মুগ মাত্র ৬০ থেকে ৭০ দিনেই কাটার উপযুক্ত হয়ে উঠে।

দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে ধান কেটে নেওয়ার পর যে সমস্ত জমি খালি পড়ে আছে, সেখানে সহজেই এই জলদি জাতের মুগগুলি বুনে বেশ কিছু আয় করা সম্ভবপর হয়। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য পাট কাটার পরেও মুগ বোনা চলে।

কার্পাস ও আখের সংগে মিশ্র অথবা একক ফসল হিসেবে ফেব্রুয়ারী-মার্চে মুগের চাষ এখন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই সময় নানা কারণে মুগের চাষ সুবিধাজনক। যেমন আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ থাকার ফলে ফসলে রোগ পোকার আক্রমণ কম হয় আর তুলে নেওয়া ফসলে প্রযুক্ত সারের প্রভাব তখনও মাটিতে বর্ত্তমান থাকে বলে মুগের ফসল উপকৃত হয় আর মুগ পাকতে সময়ও লাগে কম।

রাসায়নিক সার প্রয়োগে মুগের ভালো ফলন পাওয়া যায়। এই ফসল নিজেই বেশীর ভাগ নাইট্রোজেন সরবরাহ করে থাকলেও ফসফেটঘটিত রাসায়নিক সার পরিমাণে বেশী প্রয়োগ করতে হয়। পর্যাপ্ত ফলনের জন্য

(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

লাইসেন্সবিহীন রেডিও/ট্রানজিষ্টার/টি-ভি সেট

স্বেচ্ছা-ঘোষণা প্রকল্প

★ আপনার কাছে কোনও লাইসেন্সবিহীন ট্রানজিসটার, রেডিও বা টি, ভি সেট আছে কি?

★ থাকলে তা আইন-সম্মত করিয়ে নিতে পারেন।

★ এখন আপনি **কোনও সারচার্জ না দিয়েই** লাইসেন্স পেতে পারেন।

★ এই ধরনের সেট কবে কোথায় কিনেছেন বা কার কাছ থেকে পেয়েছেন তার প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে না। কবে সেটি হাতে পেয়েছেন সেই তারিখটি আপনি জানিয়ে দিন, ডাকঘর তাই মেনে নেবে।

★ আপনি আপনার পুরানো লাইসেন্সও, পুরানো তারিখ থেকেই, নতুন করিয়ে নিতে পারেন আর তার জন্যও কোনও সারচার্জ দিতে হবে না।

★ এই সুবিধা ৩০শে এপ্রিল ১৯৭৭ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। এর অন্যথা করলে সারচার্জ লাগবে; সঙ্গে মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।

মনে রাখবেন ঃ বিনা লাইসেন্সে রেডিও/টি-ভি সেট রাখা বেআইনী।

উল্লিখিত তিন মাসের মধ্যে, ঘোষিত প্রতি সেটের দরুণ লাইসেন্স ফী দিতে হবে পনর টাকা। রিনিউ করাবার ফী হচ্ছে তিন টাকা।

আপনার রেডিওর দাম দেড়শ' টাকার কম হলে এবং তার ক্যাশ মেমো দেখালে লাইসেন্স ফী পড়বে মাত্র সাড়ে সাত টাকা।

D. A. V. P. 76/942 Bengali

কুম্ভে গিয়েছিলাম

বিনতাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বললো। সেই দুর্যোগের মধ্যে তাঁবুতে পৌছালাম। তাঁবুর মধ্যে বিছানাপত্র, কাপড় জামা সব ভিজে গেছে। কোন রকমে ওলট-পালট ক'রে ঐ 'বছানাতেই রাত্রি কাটালাম। ভোর হলা। মেঘ কেটেছে। কিন্তু আবহাওয়া সুন্দর নয়। সাধুদের ছাউনিতে জল জমেছে। কষ্ট সকলেরই। তবু সেখানেই কিছু-মাত্র সুবিধা আছে। সেখানেই মানুষ মানুষকে সাহায্য কচ্ছে। কাঠ আমা-দেরও ভিজে গেছে। রান্না আজ হল না। শুকনো কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়-লাম। বিছানাপত্র বাতাসে মেলে দেওয়া হলো। কুম্ভ মেলার প্রথমেই বালুর চর। সেখানে সাধুদের ছাউনি। অস্থায়ী ডাকঘর। টেলিফোন অফিস। থানা। দমকল। বইয়ের দোকান। বাজার। কাঠের দোকান। এগুলি আছে। এর পরেই গঙ্গা। গঙ্গার পর আবার বালুর চর। সেখানে সাধু-দের ছাউনি। পরে আবার গঙ্গা। গঙ্গার এখানে দুটি ধারা। গঙ্গার এই দুটি ধারার উপরে সাতটি ভাসমান সেতু করা হয়েছে যাত্রীদের সুবিধার জন্য। এগুলি বিশ্বের বৃহত্তম ভাসমান সেতু। আমরা ছয় নম্বর সেতু পার হয়ে মনীষানন্দের ছাউনিতে উঠলাম। ছাউনির মণ্ডপটি বিরাট। সেখান থেকে ভাগবতী কথা হচ্ছে। মণ্ডপের পরই প্রদর্শনী। কালকের দুর্যোগে এদের ছাউনিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু এরা এর মধ্যে গুছিয়ে নিয়েছে। প্রদর্শনীতে দেখলাম, গীতা গ্রন্থটি গোল ক'রে একটি কাগজে লেখা হয়েছে। মধ্যে বাসুদেবের মূর্তি। কাগজখানি বাঁধান। অনুরূপভাবে শ্রীচণ্ডী গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। মধ্যে সিংহবাহিনীর মূর্তি। আবার বাই-বেলের সারমন অব দি মাউণ্টও ঐ ভাবে লেখা হয়েছে। মধ্যে ক্রস চিহ্ন। এই লেখাগুলি লিখতে কোনটি ত্রিশ কোনটি পঁচিশ বছর লেগেছে। একথা নীচে লেখা আছে। শব্দ সংখ্যা ও অক্ষর সংখ্যাও আছে। বাইবেলের ঐ অংশ লিখতে শব্দ নেওয়া হয়েছে ২৬৪৬, অক্ষর সংখ্যা ১২৫৩৭। এগুলি দেখার জন্য দর্শকদের ম্যাগনিফাইং গ্লাস দেওয়া হচ্ছে। সেখানেই দেখ-লাম, একটি পাথর জলে ভাসছে। এগুলি দেখে আমরা ছয় নম্বর পুলের দ্বিতীয় সেতু পার হয়ে ঝুঁসিতে পৌঁছা-লাম। এদিকটা বেশ উঁচু। প্রথমেই পড়ল এক মণ্ডলেশ্বরের ছাউনি। সেখানে রাম সীতার নাটক অভিনীত হচ্ছে। তার পাশেই ত্রিদিবনাথের বিরাট মন্দির। মন্দিরের গায়ে পোড়া মাটির কাজ। রাম-রাবণের যুদ্ধ থেকে কালীয়া দমন পর্যন্ত। অতি প্রাচীন মন্দির। সেটিও পার হয়ে গেলাম। আমাদের মত হাজার হাজার যাত্রী চলেছেন। সাত নম্বর পুল পার হলাম। আবার দুধারে সাধুদের ছাউনি। মধ্যে পথ। পথের পাশে একটি ছাউনিতে এক অতিবৃদ্ধ মহাত্মার দর্শন পেলাম। নাম দুধধারী বাবা। এঁর বয়স এক-শত চল্লিশ বৎসর। ইনি মৌনী। স্থির আসনে বসে একটি বিরাট জপের মালা নিয়ে জপ কচ্ছেন। এঁর দেহের দিব্যকান্তি মানুষকে আকর্ষণ কচ্ছে।

(চলবে)

গ্রীষ্মের ফসল মুগ

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

প্রাথমিক মাত্রায় ২০ থেকে ৩০ কেজি হারে ইউরিয়া এবং ২৫০-৩০০ কেজি হারে সুপার ফসফেট হেক্টর প্রতি প্রয়োগ করা উচিত।

বীজের জাতভেদে, প্রতি গাছের মধ্যে ৫ থেকে ৭ সেমি দূরত্ব আর সারির মধ্যে ২৫-৩০ সেমি অন্তর রাখতে হবে।

মুগের ভালো বাড়ের জন্য মাটিতে যথেষ্ট রস থাকা দরকার সুতরাং বীজ বোনার আগে একবার সেচ দিতে হবে আর দুইবার দিতে হবে ফুল আসার আগে ও মুগের দানা তৈরীর আগে। মুগের এই পর্যায়ে মাটিতে রসের অভাব ঘটলে ফসলের বাড় নষ্ট হয়ে যায় ও ফলনের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। সুতরাং প্রথমবার সেচ দেওয়ার পরেই হাত নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। ফসলের রোগ পোকা দমন করার জন্য বীজ বোনার সময় ডাইকোসটিন ব্যবহার করুন।

সুতরাং ধান বা পাট তোলার পর জমি খালি ফেলে না রেখে জলদি জাতের মুগ চাষ করে আপনিও কিছু বাড়তি আয় করুন। — এফ আই ইউ

টসে অঞ্চল প্রধান নির্বাচিত

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮ মারচ—গতকাল এই থানার জরুর অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান টসে নির্বাচিত হয়েছেন। প্রার্থী ছিলেন দু'জন—মহঃ খায়ের সেখ ও যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল। অঞ্চলের মোট ২২ জন সদস্যের মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটেছে। দুই প্রার্থীর অনুকূলে ভোট পড়ে ১০—১০। একজন সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। টসে ভাগ্য নির্ধারণের আগে রিটারনিং অফিসার দুই প্রার্থীর কাছ থেকে টসে নির্বাচনের সম্মতি লিখিত-ভাবে নেন। টসে যতীন মণ্ডলের জয় হয় এবং তাঁকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। মহঃ খায়ের জরুরের অঞ্চল প্রধান গিরিজাবাবুর মৃত্যুর পর কার্য-করী অঞ্চল প্রধান হিসেবে কাজ কর-ছিলেন। তার আগে তিনি ছিলেন উপ-প্রধান।

ক্রিকেট ক্লাবের বসন্তোৎসব

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮ মারচ—গতকাল স্থানীয় ডায়মণ্ড ক্রিকেট ক্লাবের বাৎ-সরিক অনুষ্ঠান পালিত হয়। এই উপ-লক্ষে রাত্রে বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে বসন্তোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিড়ি সরবরাহকারী ও বিড়ির লেবেল প্যাকার ঠিকাদারগণকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ১৩৮৪ সালের ১লা বৈশাখ হইতে এক বৎসরের জন্য বিড়ি সরবরাহ ও লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক ঠিকাদারগণ ১৩৮৩ সালের ৩০শে চৈত্রের মধ্যে সীল করা টেণ্ডার অরঙ্গাবাদের সংশ্লিষ্ট বিড়ি ব্যবসায়ীগণের নিকট পৃথক ভাবে দাখিল করিবেন।

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী
সেক্রেটারী
অরঙ্গাবাদ বিড় মার্চেন্টস
এ্যাসোসিয়েশন,
পোঃ অরঙ্গাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

বাস থেকে পড়ে মৃত্যু

জঙ্গিপুর, ২২ মারচ—গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর—বহরমপুর রুটে একটি বাসের পেছন থেকে পড়ে গিয়ে বুদ্ধদেব কর্ম-কার নামে অল্পবয়স্ক একজনের মৃত্যু ঘটেছে। প্রকাশ, সম্মতিনগরে ছেলেটি বাসের পেছনে চাপে এবং সাইদাপুরে চলন্ত বাস থেকে নামতে গিয়ে গুরুতর ভাবে আহত হয়। আশংকাজনক অবস্থায় বহরমপুর সদর হাসপাতালে স্থানান্তরের পর তার মৃত্যু ঘটে।

EOMITE
PAINTS

A Colourful Blend Of Quality
&
Service

PAMMEL, KINGLAC, KING Q. D.
for Painting Doors & Windows.

BLUNCEM, PLASTIC PAINT & DISTEMPER
for Walls Exterior & Interior.
They reflect your good living style.

BLUNDELL EOMITE PAINTS LTD.

—: Special Stockist :—

S. K. Roy Hard Ware Stores.
Raghunathganj : Murshidabad.
Phone No. 4

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আঁস্তাকুড় থেকে—১

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সাংবিধানিক অধিকার ফিরে পেয়েছে, মিসাবন্দীদের মুক্তিদান শুরু হয়েছে, নিষিদ্ধ দলগুলোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। ইন্দিরাজীর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অবসান ঘটেছে এক স্বেচ্ছাচারী শাসন-ব্যবস্থার, প্রত্যাহৃত হয়েছে আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা, প্রত্যাহৃত হয়েছে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধকারী সেনসরশীপ ব্যবস্থা। এ যেন এক নতুন উদ্দীপনা, নতুন ভারত। কুড়ি মাস ধরে মানুষের সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল। মানুষ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল সূর্যোদয়ের জন্য। সেজন্যে বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল, বহু মাশুল দিতে হয়েছিল। অবশেষে সেই সূর্যোদয় হয়েছে—এমারজেনসির আঁস্তাকুড় থেকে গণঅভ্যুদয় ঘটেছে। মানুষ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে স্বৈরতন্ত্রকে। (চলবে)

৩ হাজার তাঁতি ক্ষতিগ্রস্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই সমস্যা সমাধানের উল্লেখযোগ্য কোন উদ্যোগ এখনও চোখে পড়েনি। তাছাড়া দাম বেড়েছিল দেশে জরুরী অবস্থা চলার সময়, যখন তাঁতিদের মুখ খোলার বা আন্দোলন করার কোন উপায় ছিল না। গত বছর একবার মাত্র সরকার নিয়ন্ত্রিত দরে এখানকার দেড় হাজার তাঁতিকে সুতো দেওয়া হয়েছিল। তারপর আর দেওয়া হয়নি। তাঁতিরা অনেক ঝামেলা করে বিডিও অফিস থেকে রেশন কারড এনেছিলেন, সেগুলি এখন অকেজো এবং মূল্যহীন হয়ে পড়ে আছে তাঁতিদের ঘরে ঘরে।

হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেখা গেল। শুধু জনসমুদ্র। শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ধর্মসভায় বললেন, আমাদের জাতীয় জীবনে আজ বড় দুদিন। যোগীদের দ্বারা সমাজের পরিবর্তন আনতে হবে। মানব সমাজের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসীমণ্ডলী। জাতির মহৎ কল্যাণের জন্য দধীচির মত এঁরা আত্মদান করছেন।

কাছের বা দূরের মানুষের মহামিলনস্থল হয়েছে অরঙ্গাবাদ হিন্দু মিলন মন্দির। বিরাট-পূজাপ্রাঙ্গণে হাজার হাজার লোক থাচ্ছেন আর যাচ্ছেন। এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য স্থানীয় কর্মী ছাড়াও বালুরঘাট, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। এই মিলন মন্দিরের পরিচালক স্বামী হিরন্ময়ানন্দজীকে দিনরাত পরিশ্রম করতে দেখেছি।

পরাজিত সেনারা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্র-যুব নেতাদের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন। ঠিক এই অবস্থায় বিধানসভা নির্বাচন নিয়েও আলোচনা চলেছে রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের মধ্যে। বিভিন্ন কেন্দ্রে অনেকেই জনতা ও কংগ্রেসের প্রার্থী হতে চাইছেন। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনের নামও শোনা গেছে। এদিকে, খবর পাওয়া গিয়েছে, মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস সভাপতি আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে জেলার দশজন এম এল এ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেছেন, 'জেলার তিনটি লোকসভা আসনেই কংগ্রেসের পরাজয়ের জন্য কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার দায়ী।'

কফিন মিছিল : অরঙ্গাবাদ, ২৯ মারচ—জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের পরাজয়ের পর গত বৃহস্পতিবার এখানে সি পি এম এবং আর এস পি সমর্থকদের একটি বিজয় মিছিল শহর পরিক্রমা করে। তিন হাজার লোকের এই বিজয় মিছিলের পুরোভাগে ছিল একটি কফিন। পুলিশের নির্দ্দেশে কফিনটি ইমামবাজার পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়। মিছিলে পটকা ফাটাবার সময় একটি পটকা নিজের হাতে ফেটে গেলে একজন গুরুতরভাবে জখম হন। তাঁকে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ে মহকুমার বহু জায়গায় বিজয় মিছিল বের হয় বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

আমাদের নিবেদন

মুদ্রণে আনুষঙ্গিক ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ৬ এপ্রিল, ১৯৭৭ থেকে **জঙ্গিপুর সংবাদ** এর বাৎসরিক চাঁদা এক টাকা করে বাড়ানো হ'ল। এখন থেকে বাৎসরিক চাঁদা ধার্য হবে নিম্নরূপ :—

শহরের গ্রাহকদের জন্য ৭·০০ টাকা।
সডাক গ্রাহকদের জন্য ৮·০০ টাকা।

—প্রকাশক, জঙ্গিপুর সংবাদ

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

- এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
- আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
- কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
- ★ রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
- হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
- এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
- ★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক - মডার্ণ ব্রিকেট ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস
ফুলতলা
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।